JUN. 05 2002

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৫ ......

দৈনিক ইত্তেফাক

পাঁচ শতাধিক ইংরেজী শিক্ষক এক বছর ধরে বেতনের সরকারী অংশ পাচ্ছেন না

রেজানুর রহমান ॥ দেশের বিভিন্ন স্কুল-কলেজে ইংরেজী বিষয়ে অভিজ্ঞ শিক্ষক-শিক্ষিকা নেই। আর তাই এসএসসি, এইচএসসি পরীক্ষায় নকল করার দায়ে অথবা নকল করতে না পারার ভয়ে ঝরে পড়ে হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী। বছরের পর বছর ধরে চলছে এই অবস্থা। পরিস্থিতির উন্নয়নে কারও কোন মাথা ব্যথা নেই। সবচেয়ে হতাশাব্যঞ্জক খবর হল, অভিজ্ঞ ইংরেজী শিক্ষকদের চাকরির

(২য় পৃষ্ঠায় ৫-এর কঃ দ্রঃ)

পাঁচ শতাধিক ইংরেজী

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

মেয়াদ বৃদ্ধির সরকারী সিদ্ধান্ত কোন ঘোষণা ছাড়াই স্থগিত রাখা হয়েছে। এর ফলে দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ৫ শতাধিক ইংরেজী শিক্ষক-শিক্ষিকা বেতনের সরকারী অংশ পাচ্ছেন না। নিয়ম অনুযায়ী শিক্ষকবৃন্দ আবেদনের সাথে স্কুলের ম্যানেজিং কমিটি ও সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ডের সুপারিশ সংক্রান্ত কাগজপত্র একত্র করে ঢাকায় শিক্ষা অধিদপ্তরে জমা দিয়েছেন। ইতিমধ্যে কেটে গেছে প্রায় এক বছর। বক্তৃতা, বিবৃতি, সভা-সেমিনারে স্কুল-কলেজে ইংরেজী শিক্ষার দুরবস্থার কথা তুলে ধরা হলেও অভিজ্ঞ ইংরেজী শিক্ষকদের চাকরির মেয়াদ বৃদ্ধি সংক্রান্ত ফাইলপত্র মোটেও গুরুত্ব পায়নি।

বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইংরেজী বিষয়ে দুরবস্থা কাটিয়ে ওঠার জন্য '৯৫ সালে অভিজ্ঞ ইংরেজী শিক্ষকদের বয়সসীমা ৩টি ধাপে ৫ বছর বৃদ্ধি করার সরকারী সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়। এতদসংক্রান্ত সার্কুলারে বলা হয়েছে, স্কুল অথবা কলেজে অভিজ্ঞ ইংরেজী শিক্ষকের চাকরির বয়স শেষ হয়ে গেলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ড ও ম্যানেজিং কমিটির সুপারিশ নিয়ে ৩ দফায় অর্থাৎ ২+২+১= ৫ বছর চাকরির মেয়াদ বৃদ্ধি করা যাবে। প্রতি দফায় নতুন করে ম্যানেজিং কমিটি ও সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ডের সুপারিশ লাগবে। ২০০১ সালে কোন ঘোষণা ছাড়াই বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত ইংরেজী শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বেতন-ভাতার সরকারী অংশ প্রদান বন্ধ করে দেয়া হয়। বর্তমানে শিক্ষা অধিদপ্তরে দেশের বিভিন্ন স্কুল-কলেজের পাঁচ শতাধিক শিক্ষক-শিক্ষিকার আবেদনপত্র জমা পড়ে আছে। প্রতিষ্ঠানে তাঁদের প্রয়োজনীয়তার জোর সুপারিশ করেছে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ড ও ম্যানেজিং কমিটি। শিক্ষা অধিদপ্তরে বয়স বৃদ্ধির অনুমোদন দাবী সংক্রান্ত আবেদনপত্র জমা দিয়ে আশ্বাস-বিশ্বাসের ভরসায় অনেকেই স্ব স্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্লাস করে চলেছেন। কেউ কেউ রাজধানীতে এসে শিক্ষা অধিদপ্তরে নিজের অবস্থান জানার জন্য পিয়ন-কেরানীকে 'স্যার' বলে ডেকেও স্বাভাবিক ব্যবহার পাচ্ছেন না।

গতকাল শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ আব্দুর রশিদকে ইংরেজী শিক্ষকদের ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, শিক্ষকদের আবেদনপত্র অনেক দিন ধরে অধিদপ্তরে পড়ে আছে একথা ঠিক। তবে অচিরেই তাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

শিক্ষক সমিতির সভাপতি আব্দুর রাজ্জাক ও মহাসচিব মোঃ সেলিম ভুঁইয়া অবিলম্বে অভিজ্ঞ ইংরেজী শিক্ষকদের বয়স বৃদ্ধি সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত কার্যকর ও কর্তব্যরত শিক্ষকদের বেতন-ভাতা প্রদানের দাবী করেছেন।

বাজেটে বেসরকারী শিক্ষকদের বেতনের সরকারী অংশ ১০০ ভাগ প্রদানের ঘোষণা দাবী

এদিকে বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি গতকাল মঙ্গলবার জাতীয় প্রেসক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে আসন্ন বাজেটে বেসরকারী শিক্ষকদের বেতনের সরকারী অংশ ১০০ ভাগ প্রদানের ঘোষণা দেয়ার দাবী জানিয়ে বলেছে, অন্যথায় সরকার ওয়াদা ভঙ্গকারী হিসেবে বিবেচিত হবে। শিক্ষক সমিতির মহাসচিব মোঃ সেলিম ভুঁইয়া সাংবাদিক সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন। সমিতির সভাপতি কাজী আব্দুর রাজ্জাক, অধ্যক্ষ সাইদুর রহমান, মোহাম্মদ আলী, অধ্যক্ষ মোহাম্মদ কলিমুল্লাহ প্রমুখ সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। সাংবাদিক সম্মেলনে বেসরকারী স্কুলসমূহে ম্যানেজিং কমিটির প্রথা বাতিল, ৬০ বছরের অধিক ইংরেজী বিষয়ের শিক্ষকদের চাকরির মেয়াদ বৃদ্ধি, ৯ দফার শিক্ষক ও শিক্ষা স্বার্থ বিরোধী ধারা বাতিলের দাবী করা হয়েছে।

সাংবাদিক সম্মেলনে বলা হয়, এখনো দেশে ৯০ শতাংশ শিক্ষার্থী শিক্ষা লাভ করে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। অথচ শিক্ষা বাজেটের সিংহভাগ ব্যয় হয় ক্যাডেট কলেজ, মেরিন একাডেমীসহ সরকারী স্কুল ও কলেজের জন্য। এই পর্বত প্রমাণ বৈষম্যই সমস্যাকে প্রকট করে তুলেছে